মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন ■ সংখ্যা ঃ ১০৮ ■ বর্ষঃ ১৩ ■ ফেব্রুয়ারি-২০১৮

অধিদপ্তরের ২৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

"মাদক বিনোদনের মাধ্যম নয়, আত্মহননের পথ" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ০২ জানুয়ারি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি।

২৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ফিতা কাটেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব টিপু মুনশি, এমপি এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সদস্য ড.অরুপরতন চৌধুরী এবং জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সদস্য এবং দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক জনাব নঈম নিজাম। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা পালিত হয়। এর মধ্যে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পিঠা উৎসব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে পায়রা উড়ান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি

উদ্বোধনঃ বেলুন ও পায়রা এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনব্যাপী কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি। আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি, প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভাঃ ২ জানুয়ারি, ২০১৮ অধিদপ্তরের ২৮ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা সকাল ১০.০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়।

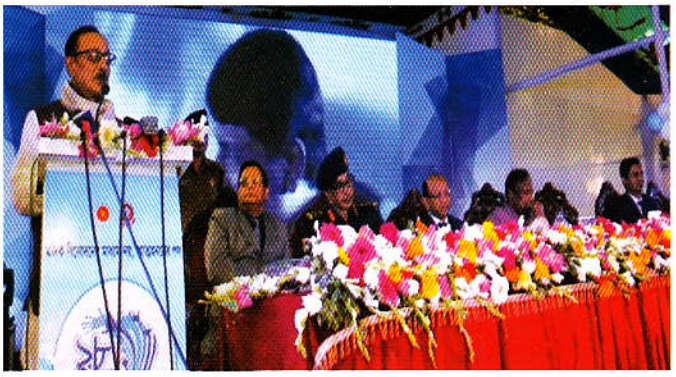

২৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি

২৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত এবং মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন সেক্টরের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন আমাদেরকে উৎসাহিত করে। এ প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে আমাদের অন্যতম অংশীদার আমাদের যুবসমাজ। এদেশের যুবসমাজ আমদের সম্পদ, অর্থনীতিতে তাদের অবদান অনেক। কিন্তু সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় যুবসমাজ মাদকের আগ্রাসনের সম্মুখীন। দেশে অবৈধ মাদকের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বিজিবি, কোস্টগার্ড, পুলিশ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের জনবলও বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ বন্ধে সীমান্তবর্তী ভারত ও মায়ানমারের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতা চলমান আছে। সচিব ও বিভিন্ন সংস্থার মহাপরিচালক পর্যায়ে নিয়মিত বৈঠক ও যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ভারতের সাথে জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে নিয়মিত বৈঠক হচ্ছে। মাদক অপরাধের শাস্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি জনাব টিপু মুনশি, এমপি

২৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আলোচনা সভায় বিশেষ অথিতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব টিপু মুনশি, এমপি তাঁর ভাষণে বলেন,"মাদক আমাদের প্রগতির সর্বনাশ করার জন্য সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে মাদকাসক্তদের সুস্থ করে তুলতে হবে। আর যেন কেউ মাদকাসক্তের পথে না যায় সেজন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। মাদকাসক্তদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে হবে। সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান"।

২৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বলেন,"শিল্প করাখানা ও ঔষধপত্র তৈরিতে মাদকদ্রব্যের প্রয়োজন খুবই সামান্য। এছাড়া মাদকদ্রব্যের কোন ভাল দিক নেই। ধর্মীয় ও সাংবিধানিকভাবেও মাদকদ্রব্য ব্যবহারে বিধি নিষেধ রয়েছে। তারপরও এতো অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। সমাজের একশ্রেণীর অসাধু লোক মাদক চোরাচালানের সাথে জড়িত"। তিনি সম্মিলিতভাবে মাদকের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের জন্য সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আহ্বান জানান।

২৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাসিক বুলেটিন

উপদেষ্টা : মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ
মহাপরিচালক

সম্পাদক : সৈয়দ তৌফিক উদ্দিন আহমেদ
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

সহ-সম্পাদক : মোহাম্মদ রুহুল আমিন
সহকারী পরিচালক (গ: ও প্র:)

সংখ্যা : ১০৮
বর্ষ : ১৩
ফেব্রুয়ারি : ২০১৮

সভাপতির বক্তব্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ বলেন, মাদকবিরোধী প্রচার প্রচারণার কৌশলে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। সারাদেশে দেওয়াল লিখন, ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় মিনি পেভিলিয়ন বরাদ্দ নিয়ে প্রচার প্রচারণা, জানুয়ারি/২০১৮ মাসব্যাপী মাদকবিরোধী ব্যাপক প্রচার প্রচারণা, জাতীয় পর্যায়ে একাধিক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠান, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণার মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার প্রচারণা দৃশ্যমান করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় অফিস স্থাপন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ এবং সরঞ্জামাদি দিয়ে অধিদপ্তরের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ আগামী দিনগুলোতে মাদক অপরাধ দমনে সুফল বয়ে আনবে।

এছাড়া উক্ত ২৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন অধিদপ্তরের প্রধানগণ, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, প্রিন্ট ও বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ

কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি

১৮ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব টিপু মুনশি, এমপি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন আহমেদ।

কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণে শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে বেলুন উড়ান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়

উক্ত শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধান অতিথি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন তাঁর বক্তব্যে বলেন, "মাদকাসক্তি এমন একটি স্বাস্থ্য সমস্যা যা আজ বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে"। আমেরিকান ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ড্রাগ অ্যাবিউজ (নিডা) অনুসারে মাদকাসক্তি,''Chronic relapsing brain disease বা দীর্ঘ মেয়াদী পুন:পতনশীল মস্তিস্কের রোগ'' যার জন্য চিকিৎসাসেবা একান্ত প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়

তিনি আরো বলেন, আধুনিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত ও দক্ষ এই তরুণ প্রজন্মই পারে দেশকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে। কাজেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, ২০৪১ সালের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশে উপনীত হতে হলে আমাদের জনশক্তিকে বিশেষ করে যুব সমাজকে মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং যারা ইতোমধ্যে মাদকাসক্তি রোগে আক্রান্ত হয়েছে তাদের যথাযথ চিকিৎসাসেবার মাধ্যমে জীবনের সুস্থ গতিপথে ফিরিয়ে আনতে হবে। তিনি আরো বলেন, এ সমস্যা শুধু মাত্র আমাদের দেশের সমস্যা নয়; এটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। তাই এ সমস্যা সমাধানে আমরা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করেছি। পার্শ্ববর্তী দেশে ভারত ও মায়ানমারের সাথে আলোচনা চলছে। সে সকল দেশের সাথে বৈঠক করে ফেনসিডিল ও ইয়াবার কারখানা বন্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, "ঐশীর মত মেয়ে বা ছেলে আমরা চাই না"। তাই যারা ইতোমধ্যে মাদকাসক্তি হয়ে গেছে তাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার আমলে প্রতিটি জেলায় প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে ঢেলে সাজানোর কাজ চলছে।

শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি জনাব টিপু মুনশি, এম.পি

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব টিপু মুনশি এমপি বলেন, "মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ ও সবল করে সমাজের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। এ জন্য দেশে মাদকাসক্তি চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি করার কোনো বিকল্প নাই"।

শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী বলেন,"বর্তমানে বাংলাদেশে যে সকল নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে তাতে মাদকাসক্ত রোগীর শতকরা একভাগও চিকিৎসা সেবার আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ব্যবস্থা যাতে আরও সম্প্রসারিত হয় সেজন্য সরকার বেসরকারি মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ

অনুষ্ঠানের সভাপতি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ বলেন, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাতে ৫ শয্যা বিশিষ্ট ৩ টি আঞ্চলিক নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে। বর্তমান সরকার আঞ্চলিক নিরাময় কেন্দ্রগুলোকে ২৫ শয্যায় উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে গত জানুয়ারি ২০১৭ হতে অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১১,২৫৮ জন মাদকাসক্ত রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া ঢাকার বাইরে ৭টি বিভাগীয় শহরে ৫০ শয্যার মাদাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করে জমি অধিগ্রহণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। সরকারি নিরাময় কেন্দ্র ছাড়াও কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী জেলা কারাগার হাসপাতালে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। বাকী জেলা কারাগারসমূহে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন এমপি

১৯৮৮ সালে ৪০ শয্যা নিয়ে তেজগাঁও কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রটি চালু করা হয়। গত ১০ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশু বা পথশিশুদের চিকিৎসার জন্য আরও ১০ শয্যা বৃদ্ধি করার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়। এই অনুমোদনের প্রেক্ষিতে নিরাময় কেন্দ্রটির শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মোট ৫০ শয্যা চালু আছে। কিন্তু মাদকাসক্তদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা আরও বৃদ্ধি করা জরুরী হয়ে পড়েছে। এ বাস্তবতায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়।

কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য সারাদেশে সরকারিভাবে ৪টি এবং বেসরকারিভাবে ১৯৭টি অনুমোদিত মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে যার শয্যা সংখ্যা ২,৩৮০। সরকারি ৪টি নিরাময় কেন্দ্রের মধ্যে ঢাকায় ৫০টি, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় ০৫টি করে সর্বমোট ৬৫টি শয্যা রয়েছে। ঢাকায় ৫০ শয্যা বৃদ্ধির ফলে সারাদেশে সরকারি পর্যায়ে মোট ১১৫ টি শয্যায় উন্নীত করা হলো। এছাড়া বিভাগীয় সদর দপ্তরে ৫০ শয্যার প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। পরিসংখ্যানে জানা যায়, ২০০৮ হতে ২০১৭ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও ঢাকাতে চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা হচ্ছে ১৫,৭০৪ জন। ২০১২ হতে ২০১৭ পর্যন্ত বেসরকারি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে মোট চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ৪৩,৩৫৩ জন।

অনুষ্ঠানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মহাপরিচালক ব্রি:জে: আলী আহাম্মেদ খান পিএসসি, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ২৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আলহাজ্জ সফিউল্লাহ সফি, সাধারণ সম্পাদক জনাব কাজী রেজাউল হক, সংরক্ষিত ৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নাজমুন নাহার হেলেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

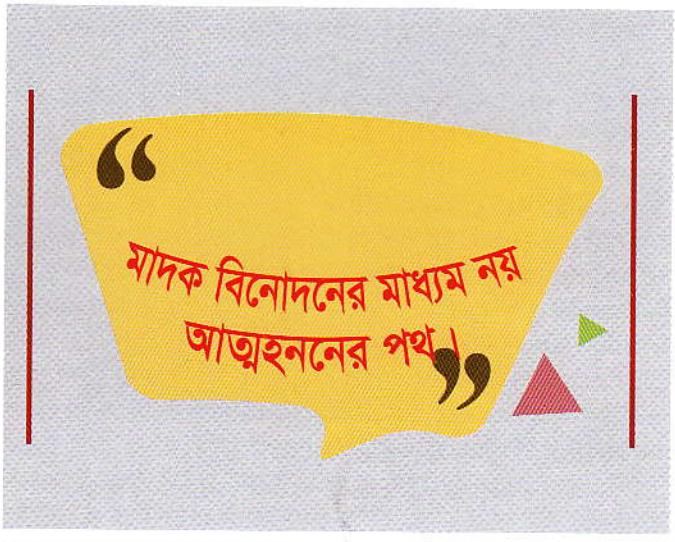

অপারেশনাল কার্যক্রম

রাজধানীতে ইয়াবার নতুন ক্রেতা সংগ্রহে রয়েছে 'ম্যানেজ কর্মী'

ইয়াবা সিন্ডিকেটের অন্যতম সদস্য মিনারা আটক

রাজধানীতে শুধু ইয়াবা বিক্রি নয়, নতুন নতুন ক্রেতা সংগ্রহে রয়েছে কয়েক'শ 'ম্যানেজ কর্মী'। যারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তরুণ তরুণীদের ম্যানেজ করে ইয়াবা সেবনে উৎসাহিত করে থাকে। এসব ম্যানেজ কর্মীদের সংগ্রহের (নতুন ইয়াবা সেবী) ওপর কমিশন দেয়া হয়ে থাকে। এ তথ্য জানিয়েছেন সম্প্রতি মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর টিমের হাতে গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ী মোছাম্মদ মিনারা ওরফে শাহনাজ বেগম ওরফে শাহীনুর বেগম ওরফে মোছাম্মদ দিনারা (৪২)। রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকার রেলবস্তিতে বেড়ে ওঠা মিনারা গত ২০ বছর ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে অর্ধশত বার। তবে অধিকাংশ সময় পুলিশকে 'ম্যানেজ' করে ছাড়া পেয়েছে। তার বিরুদ্ধে শুধু নিউমার্কেট থানায় রয়েছে ১৭ টি মামলা। কিন্তু সর্বশেষ ইয়াবাসহ মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টিমের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে আদালতে চার্জসিট প্রদান করা হয়েছে।

গ্রেফতার হওয়ার পর মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চল (উত্তর) এর তদন্ত টিম তাকে রিমান্ডে এনে ব্যাপকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদে মিনারা জানিয়েছেন, তার অতীত ও বর্তমান। মামলার এজাহারে গ্রামের ঠিকানা দেয়া হয়েছে শরিয়তপুর জেলার গুচ্ছগ্রাম কামার দা। তার স্বামীর নাম বাবু ওরফে মোবাইল বাবু ওরফে বাবুল সরকার ওরফে শহিদুল। বর্তমান ঠিকানা নীলক্ষেত বাবুপুরা (বিসিএস কোয়ার্টার সামনের) বস্তি।

গ্রেফতারকৃত মিনারাই নীলক্ষেত এলাকার ইয়াবা সিন্ডিকেটের অন্যতম সদস্য। সে দশটির অধিক নাম ব্যবহার করতো তবে শেষটায় সে শিকার করেছে তার প্রকৃত নাম মোসাম্মৎ মিনারা। তার অধীনে রয়েছে একটি বড় ইয়াবা সিন্ডিকেট। গত কয়েক মাস চেষ্টার পর মিনারাকে ইয়াবাসহ গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। তার অন্য সহযোগীদের গ্রেফতার করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে জানান মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের (উত্তর) সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ খুরশিদ আলম।

রাজধানীর ফকিরাপুল এলাকা হতে ২ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ১

২৭ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের সদস্যরা রাজধানীর ফকিরাপুল এলাকা হতে ২ হাজার পিস ইয়াবাসহ ১ জন উচ্চ শিক্ষিত (ম্যানেজমেন্টে অনার্স ও মাস্টার্স) ইয়াবা ডিলারকে গ্রেফতার করে।

চট্টগ্রামে অস্ত্র ও গুলিসহ মাদকদ্রব্য উদ্ধার

আটককৃত আসামীর কাছ থেকে অস্ত্রসহ ইয়াবা, ফেন্সিডিল উদ্ধার,চট্টগ্রাম

বন্দর নগরীর সবচেয়ে বড় মাদকের আখড়া বরিশাল কলোনিতে মাদক উদ্ধারে গিয়ে অস্ত্রও উদ্ধার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এসময় আবুল হোসেন (৪৪) নামে একজনকে আটক করা হয়েছে।

২০ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখ দুপুর ২ টার দিকে নগরীর সদরঘাট থানার বরিশাল কলোনির মালী কলোনিতে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে গ্রেফতার হওয়া আবুল হোসেন মালী কলোনীর আবুল বারেকের ছেলে। সেখান থেকে ৫০০ বোতল ফেনসিডিল, ১ রাউন্ড কার্তুজসহ একটি এলজি ও ২,৩০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। পরবর্তীতে আসামীর বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

উদ্ধারকৃত ১০ হাজার ২০০ পিস ইয়াবাসহ আটক ৩ অপরাধী, কক্সবাজার

১৬ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে কক্সবাজার সদর থানাধীন লালদীঘির পাড় এলাকা হতে ৩ জন মাদক পাচারকারীকে ১০,২০০ পিস ইয়াবাসহ আটক করে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কক্সবাজার।

পৃথক অভিযানে ১১ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ৩

চট্টগ্রামে ১১ হাজার ইয়াবা পিসসহ আটকৃত ৩ আসামী

বন্দর নগরীতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পৃথক অভিযান চালিয়ে ১১ হাজার পিস ইয়াবাসহ ৩ জনকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

১৭ জানুয়ারি, ২০১৮ রাত ৮ টার দিকে হালিশহর ও বন্দর এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। তারা হলেন, কবির আহম্মেদ (৪০), হোসাইন আহমেদ (২২) ও শামসুল আলম (২১) এর মধ্যে প্রথম দুজন কক্সবাজারের টেকনাফ এলাকার মুহম্মদ হোসেনের ছেলে।

চট্টগ্রামে বাসে তল্লাশিতে মিলল ২০ হাজার পিস ইয়াবা

চট্টগ্রামে ২০ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটককৃত আসামী

চট্টগ্রামে ২০ জানুয়ারি, ২০১৮ ভোরে ইসমাঈলকে (৩৪) বন্দর নগরীর কর্ণফুলী থানার মাইজ্যারটেক এলাকায় শাহ আমানত সেতুর প্রবেশপথ থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম তাকে ২০ হাজার পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার করে। ইসমাঈল কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নের নজির আহম্মদের ছেলে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চলের উপ-পরিচালক জনাব শামীম আহমেদ জানান, ইসমাঈলকে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই যে, সে একজন মাদক পাচারকারী চক্রের সদস্য। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা ইউনিক পরিবহনের একটি বাসে তল্লাশি করে তাকে গ্রেফতার করেছি। পরবর্তীতে ইসমাঈলের বিরুদ্ধে কর্ণফুলী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

মাদকবিরোধী নিরোধ শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম

জানুয়ারি/২০১৮ মাসে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী কর্মসূচি পালন করা হয় তার কিছু সংবাদচিত্র :

২ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে ২৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণসহ আগত অতিথিবৃন্দ

১৩, ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে "মাদকবিরোধী ফুটবল প্রতিযোগীতা-২০১৭" উপলক্ষে কুমিল্লা জেলায় ফুটবল খেলার পূর্বে খেলোয়াড়দের সাথে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয় করমর্দন করেন

২৪ জানুয়ারি, ২০১৮ ইং তারিখে রাজবাড়ী জেলায় মাদকবিরোধী সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করছেন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব সঞ্জয় কুমার চৌধুরী

১৩, ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে "মাদকবিরোধী ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০১৭" উপলক্ষে কুমিল্লা জেলায় ফুটবল খেলার পূর্বমুহূর্ত

মেঘ পাহাড়ের লীলাভূমি সাজেকে- সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিক মাদক নিরাময় কেন্দ্রগুলোর সমন্বিত platform- সংযোগ এর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হয় Grand Recovery Convention.

দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত মাদক নিরাময় কেন্দ্রগুলোর পরিচালক ও রিকোভারী এবং রিকোভারী পরিবারবর্গের স্বতঃস্ফূত অংশগ্রহণ এই মিলন মেলাকে উৎসবে পরিণত করেছে।

শিক্ষক ও ছাত্রদের মাঝে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ, নড়াইল

রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান জানুয়ারি-২০১৮

অঞ্চলের/ সংস্থা নাম	জানুয়ারি/২০১৮ তে গৃহীত নমুনার সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পরীক্ষণের অপেক্ষায়
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট রিপোর্ট	--
মানিঅ, ঢাকা অঞ্চল	২০০	২৪০	০০	২৪০	৫০
মানিঅ, চট্টগ্রাম অঞ্চল	১৪১	১২০	০০	১২০	৩০
মানিঅ, রাজশাহী অঞ্চল	১৫৭	১৫০	০০	১৫০	১৪
মানিঅ, খুলনা অঞ্চল	১৪২	১৪০	০০	১৪০	১৬
বাংলাদেশ পুলিশ	৩০৪৮	৩০৪৮	০০	৩০৪৮	১০০
বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ	১৬	১৬	০০	১৬	০০
অন্যান্য সংস্থা সিআইডি	০০	০	০০	০	০০
মোট ঃ	৩৭০৪	৩৭১৪	০০	৩৭১৪	২১০

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার)

মাদক চোরাচালান ও মাদকাসক্তি প্রতিরোধে শিক্ষক, অভিভাবক, তরুণ সমাজ, পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের ভূমিকা

মোঃ মানজুরুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কুমিল্লা

মাদকের অবৈধ পাচার, ব্যবহার এবং বিস্তার মানবসৃষ্ট একটি বহুমাত্রিক জটিল সমস্যা। বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে মাদক ব্যবহারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। এর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মাদক উৎপাদনকারী আন্তর্জাতিক বলয় গোল্ডেন ক্রিসেন্ট-পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান ; দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত গোল্ডেন ট্রায়াংগেল -থাইল্যান্ড, মিয়ানমার ও লাওস । এই বৃহৎ দুই মাদক বলয়ের কারণে মাদক ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছে। ফলে এখানে মাদকের ব্যবহার দিন দিন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের মাদক সমস্যা প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমারের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশ তিন দিক দিয়ে ভারতের সাথে ৪১৫৬ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোনো মিয়ানমারের সাথে ২৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ স্থলসীমান্ত আরো একটি ভৌগোলিক নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

মাদকাসক্তি একটি সামাজিক ব্যাধি। এ ব্যাধি ধীরে ধীরে বিবর্ণ করে দিচ্ছে আমাদের সবুজ তারুণ্যকে, নষ্ট করে দিচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ। আমাদের দেশের রয়েছে পর্যাপ্ত তারুণ্যনির্ভর জনশক্তি। দেশের এ মূল্যবান সম্পদ মাদকের চোরাচালান ও অপব্যবহারের কবলে পড়ে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়, উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। নেশার ছোবলে পড়ে এ যুবসমাজ কর্মশক্তি, সেবার মনোভাব ও সৃজনশীলতা হারিয়ে দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করছে।

বন্ধু বান্ধবের আড্ডায় পড়ে, কৌতুহল নিবারণ করার নিমিত্ত এবং বাড়তি শক্তিমত্তা অর্জন করে পরীক্ষার আগে নির্ঘুম থেকে পড়াশুনা করার জন্য অনেক ছাত্র-ছাত্রী মাদকদ্রব্য সেবন শুরু করে। ধীরে ধীরে সেবনের মাত্রা বাড়তে থাকে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা খুব অল্প সময়ে মাদকাসক্তে পরিণত হয়। ফলে লেখাপড়া করে সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয় এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নগুলো অচিরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত, ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে বর্তমান প্রজন্মের অনেক শিক্ষার্থীর সংগে তাদের অভিভাবকদের মতের অমিল হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী মাদক সেবন শুরু করে। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাদকের ব্যবহারের উপর মাদক চোরচালানের পর্যাপ্ততা ও মাদকের মূল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রচুর মাদক বিক্রির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হল এবং মেস এর আশে পাশে বাড়ি-ঘর, চা-সিগারেটের দোকান এবং ঘিঞ্জি এলাকায় মাদক ব্যবসায়ীরা ঘাঁটি গড়ে মাদক সরবরাহের গ্রুপ গড়ে তোলে। মাঝে মাঝে একাধিক গ্রুপ মাদক বিক্রির কাজে নিয়োজিত থাকলে মাদক বিক্রির লভ্যাংশের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে রক্ষক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়। ফলে শিক্ষাংগনের স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিনষ্ট হয়। অপরদিকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যারা মাদক সেবনে অভ্যস্ত হয়ে যায় তাদের দৈহিক সমস্যার পাশাপাশি মানসিক বিপর্যয় নেসে আসে। বিষন্নতা, উদ্বেগ, চিন্তা ও চেতনায় বিভ্রাট ঘটে। আচরণে দায়িত্বশীলতার

অবনতি ঘটে। মেজাজে উগ্রতা আসে। মাদকাসক্তদের উগ্রতার কারণে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস-নৈরাজ্য সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার পরিবেশে বিনষ্ট হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত Annual Drug Report of Bangladesh ২০১৬ এ মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তিকৃত রোগীর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় ইয়াবা আসক্তির সংখ্যা ৩১.৬১ শতাংশ, হেরোইন ৩৬.২৬ শতাংশ, গাঁজা ১৮.৩২ শতাংশ এবং ফেনসিডিল ১.৯৪ শতাংশ। মাদকাসক্তদের মধ্যে বন্ধু-বান্ধবের প্রভাবে মাদকাসক্ত হয়েছে ৬৪.৪৪%, কৌতূহলবশত মাদকাসক্ত হয়েছে ৩২.৮৪% এবং সহজে আনন্দ লাভের জন্য মাদকাসক্ত হয়েছে ০.২৫%।

পেশাগত দিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, যারা মাদকগ্রহণ করছে এদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা ৪৪.২২ শতাংশ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ১৬.৮০ শতাংশ এবং সরকারি-বেসরকারি চাকুরিজীবীর সংখ্যা ১০.০৮ শতাংশ, দিনমজুরের সংখ্যা ৭.৯৩ শতাংশ, গাড়ি চালকের সংখ্যা ৫.৭৮ শতাংশ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ৮.৬০ শতাংশ। মাদকাসক্তদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় অশিক্ষিত ১৮.২৮ শতাংশ, ০১ হতে ০৫ বছরের শিক্ষা গ্রহণকারীর হার ১৯.৬২ শতাংশ এবং ০৬ হতে ০৯ বছরের শিক্ষাগ্রহণকারীর হার ২৫.২৭ শতাংশ এবং ১০ বছর শিক্ষা গ্রহণকারীর হার ১৬.১৩ শতাংশ অর্থাৎ অশিক্ষিত হতে শুরু করে এসএসসি পাস করেনি এরূপ মাদকাসক্তদের হার মোট ৭৯.৩০ শতাংশ।

সমাজের দরিদ্র শ্রেণি দিনমজুর হতে শুরু করে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং বিত্তশালী শ্রেণির মাঝে সকল অবৈধ মাদকের ব্যবহার বেড়ে চলেছে। এটা প্রতিরোধে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন এনজিও, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম বা অন্যান্য ধর্মের বিশিষ্টজন, পিতামাতা, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধিসহ সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। স্ব স্ব ক্ষেত্রে থেকে তারা তাদের বক্তব্য ও কর্মের মাধ্যমে জনগণকে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতন করে তুলবেন এটা আমাদের প্রত্যাশা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক এবং কর্মকর্তা/কর্মচারিরা যেন পাঠ্য বইয়ের শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা দেন ও শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-ছাত্রীদের চলাফেরার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। আমরা যেন আমাদের সন্তানদের প্রতি দায়িত্বশীল হই এবং খোঁজ-খবর রাখি যাতে তারা সমাজ বা শিক্ষাঙ্গন হতে এ খারাপ অভ্যাসে জড়িয়ে না পড়ে।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধে শিক্ষকদের নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবেঃ

১) নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা

২) প্রত্যেক শ্রেণিতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুমে মাদকের কুফল সম্পর্কে অবহিত করা এবং মাদকবিরোধী শর্ট ফ্লিম প্রর্দশন করা।

৩) কোন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় খারাপ করলে তার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন না করে উৎসাহ যোগানো।

৪) সমাজে মাদকাসক্তদের জীবন পর্যালোচনা করে দেখানো যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা ওপথে পা না বাড়ায়।

৫) ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে আত্মবিশ্বাসী মনোভাব গড়ে তোলা যাতে হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে মাদকাসক্ত না হয়।

৬) ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অতি শাসন না করা।

৭) চিকিৎসার মাধ্যমে মাদকাসক্তি ভালো করা যায় সে বিষয়টি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে তুলে ধরা।

৮) ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে অনিয়মিত বা অনুপস্থিত থাকলে তা তার অভিভাবকদের নিয়মিত অবহিত করা।

৯) অনিয়ন্ত্রিত আচরণ বা আচরণের হঠাৎ পরিবর্তন হলে বিষয়টি তার অভিভাবকদের অবহিত করা।

১০) ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা।

১১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা এবং নিয়মিত খেলাধূলার আয়োজন করা।

১২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

১৩) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে মাদকবিরোধী লিফলেট, স্টীকার সংগ্রহ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করা।

১৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী পোস্টার সাঁটানো যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন মাদকের কুফলগুলো জানতে পারে।

১৫) প্রাত্যহিক সমাবেশের সময় অন্তত ০৫ মিনিট মাদকবিরোধী কুফল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বর্ণনা করা।

১৬) মাদকবিরোধী শপথ পরিচালনা করা।

১৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিভাবক সমাবেশের সময় মাদকাসক্তি প্রতিরোধে অভিভাবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধে মা-বাবাসহ প্রত্যেক অভিভাবককে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ঃ

১) প্রত্যেক অভিভাবককে মাদকদ্রব্য হতে নিজেকে দূরে রাখতে হবে।

২) সন্তানদের সময় দিতে হবে এবং সন্তানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

৩) সন্তান বা শিশুদের দিয়ে বিড়ি-সিগারেট ক্রয় বন্ধ করতে হবে।

৪) সন্তানদের অতি শাসন বা আদর হতে বিরত থাকতে হবে।

৫) সন্তানদের পকেট মানি দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রয়োজন ব্যতীত অতিরিক্ত টাকা প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬) সন্তানদের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অতি শাসন না করে সাহস যোগাতে হবে এবং সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে।

৭) বিভিন্ন মাদকদ্রব্য, তাদের ধরন ও ব্যবহারজনিত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকতে হবে।

৮) সন্তানের প্রতি বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য অভিভাবকদের গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অব্যাহত রাখা যাতে সন্তানের চলাফেরা, ওঠা-বসা, বন্ধুত্ব, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত অভ্যাস ও পছন্দ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্বাভাবিক আচরণ ধারায় হঠাৎ কোনো পরিবর্তন এলে তা সহজে চিহ্নিত করা যায় বা বোঝা যায়।

(চলবে)

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোন: ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স: ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল: dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dnc.gov.com